মুহাম্মদ রুহুল কাদের
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

প্রিয় শিক্ষার্থী দ্বাদশ শ্রেণিতে গতবার দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনা উপস্থাপন করেছিলাম "বিড়াল"ও " বিভীষণের প্রতি মেঘনাদবধ"।

আজও দুটো বিষয় @ "অপরিচিতা" ও @ "ঐকতান" নিয়ে কথা বলবো:

আমরা জানি এ দুটো বিষয়, প্রথমটি গল্প দ্বিতীয়টি কবিতা।
লেখক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১--১৯৪১)

প্রথমে লেখক সম্পর্কে জানবো:
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
জন্ম: ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ)
পরিবার: জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।

পিতা: দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
জননী : সারদা দেবী

বিশ্বকবি অভিধায় সম্ভাষিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্প রচয়িতা এবং বাংলা ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর ছোটগল্প বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠগল্পগুলোর সমতুল্য।

প্রথম গল্প রচনা: "ভিখারিনী" ১২৮৪ সনে তখন বয়স মাত্র ষোল বছর।

এরপর জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত চৌষট্টি বছরে তিনি অখণ্ড "গল্পগুচ্ছ" -এ সংকলিত ৯৫ টি ছোটগল্প রচনা করেছেন।
এর বাইরেও " সে" , `গল্পসল্প` এবং লিপিকা গ্রন্থে রয়েছে তাঁর আরও গল্প সংকলিত হয়েছে।
সর্বশেষ গল্পটির নাম "মুসলমানীর গল্প" ।
তাঁর গল্পরচনার স্বর্ণযুগ কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বসবাসের কাল। মূলত পারিবারিক জমিদারি তদারকি সূত্রে এখানে আসতেন।
"সোনার তরী" কাব্যৌর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোওতিনি একই সময়ে রচনা করেন।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের বিষয়: প্রকৃতির পটে জীবনকে স্থাপন করে জীবনের গীতময় বিশ্বজনীন প্রকাশই রবীন্দ্রগল্পের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।
তবে; বিশ শতকে রচিত গল্পে প্রকৃতি ও গীতময়তার স্থলে বাস্তবতাই প্রাধান্য পেয়েছে।
গল্পকরি হিসেবে তিনি বরেণ্য, ঔপন্যাসিক হিসেবেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর আসন অনন্য চূড়ায় সুনির্দিষ্ট।

তাঁর রচনাগুলোর মধ্যে যেগুলো বহুল পরিচিত সেগুলো এখানে তুলে ধরছি:
উপন্যাস
======

চোখের বালি ১৯০৩
গোরা ১৯১০

ঘরে-বাইরে১৯১৬
চতুরঙ্গ ১৯১৬
যোগাযোগ ১৯২৯
শেষের কবিতা ১৯২৯
চার অধ্যায় ১৯৩৪
---- এগুলো বাংলা উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ সম্পদ

#নাটক রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত।

সবিশেষ উল্লেখ্য নাটিকগুলো হলো:
========================
রাজা ও রাণী ১৮৮৯
বিসর্জন ১৮৯০ (কাব্যনাট্য)
চিত্রাঙ্গদা ১৮৯২ (কাব্যনাট্য)
বিদায় অভিশাপ ১৮৯৪
মুকুট ১৯০৮
রাজা ১৯১০
ডাকঘর ১৯১২
অচলায়তন ১৯১২
মুক্তধারা ১৯২২
বসন্ত ১৯২৩
চিরকুমার সভা ১৯২৬
রক্তকরবী ১৯২৬
কালের যাত্রা ১৯৩২
শ্যামা ১৯৩৯

এবারে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে একটু জানবো:
বাংলা সাহিত্যে বিশাল অঙ্গনে অসামান্য প্রতিভার অধিকারী বিশ্বকবিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আধুনিক কবিতার প্রাণপুরুষও বলা হয় তাঁকে।

তাঁর সাহিত্য সাধনার একটি বৃহৎকাল বাংলা সাহিত্যের "রবীন্দ্রযুগ" নামে পরিচিত। --- মানবধর্মের জয় ও সৌন্দর্য -তৃষ্ণা রোমান্টিক এই কবির কবিতার মূল সুর। তিনি ছিলেন - অনন্য চিত্রশিল্পী, অনুসন্ধিৎসু বিশ্বপরিব্রাজক, দক্ষ সম্পাদক এবং অসামান্য শিক্ষা- সংগঠক ও চিন্তক।

মাত্র পনেরো বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্য "বনফুল" প্রকাশিত হয়।
উল্লেখ্য "গীতাঞ্জলি" এবং অন্যান্য কাব্যের কবিতার সমন্বয়ে স্ব-অনূদিত "Song Offerings" গ্রন্থের জন্য ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম এশীয় হিসেবে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

তাঁর বিশেষ কাব্য গ্রন্থগুলো হল:
=====================

মানসী ১৮৯০
সোনার তরী ১৮৯৪
চিত্রা ১৮৯৬
চৈতালি ১৮৯৬
কণিকা ১৮৯৯
কল্পনা ১৯০০

ক্ষণিকা ১৯০০
নৈবেদ্য ১৯০১
খেয়া ১৯০৬
বলাকা ১৯১৬
পূরবী ১৯২৫
পুনশ্চ ১৯৩২
শ্যামলী ১৯৩৬
জন্মদিনে ১৯৪১
শেষ লেখা ১৯৪১

আরো উল্লেখ্য কাহিনি কবিতার সংকলন "কথা " ও "কাহিনি" এ দুটি ভিন্ন স্বাদের রচনা।

"অপরিচিতা" গল্প সম্পর্কে কিছু তথ্য:

গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক "সবুজপত্র" পত্রিকার ১৩২১ বঙ্গাব্দের (১৯১৪) কার্তিক সংখ্যায়।

এটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় রবীন্দ্রগল্পের সংকলন " গল্পসপ্তক" -এ এবং পরে "গল্পগুচ্ছ" তৃতীয় খণ্ডে (১৯২৭)

সংক্ষেপে গল্পটির মর্ম:

অপরাচতা বিশেষণের আড়ালে একজন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী নারীর কাহিনি চিত্রিত হয়েছে গল্পের বয়ানে। চরিত্রের নাম কল্যাণী।

অমানবিক যৌতুক প্রথার নির্মম বলি হয়েছে এমন নারীদের গল্প ইতোপূর্বে রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এ গল্পেই প্রথম যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের কথকতা শোনালেন। গল্পে পিতা শম্ভুনাথ সেন এবং কন্যা কল্যাণীর স্বতন্ত্র বীক্ষা ও আচরণে সমাজে গেড়ে বসা ঘৃণ্য যৌতুক প্রথা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। পিতার বলিষ্ঠ প্রতিরোধ, কন্যা কল্যাণীর দেশচেতনায় উজ্জ্বীবনীতে ঋদ্ধ ব্যক্তিত্বের জাগরণ ও তার অভিব্যক্তিতে গল্পটি সার্থকতায় সমুজ্জ্বল।

গল্পের কথক "অনুপম" বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের যুদ্ধসংলগ্ন সময়ের সেই বাঙালি যুবক, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর উপাধি অর্জন করেও ব্যক্তিত্বরহিত, পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় একজন পুতুল মাত্র। তার কথা অপরিচিতা গল্পের মাধ্যমে চিন্তা করলেই আজো মওন হয়, সে যেন মায়ের কোলসংলগ্ন শিশুমাত্র। যার বিয়ে উপলক্ষে যৌতুক নিয়ে নারীর চরম অবমাননাকালে শম্ভুনাথ সেনের কন্যা- সম্প্রদানে অসম্মতি গল্পটির শীর্ষ মুহূর্ত।

অনুপম নিজেই গল্প বলতে গিয়ে ব্যাঙ্গার্থে জানিয়ে দিয়েছে সেই অঘটন সংঘটনের কথাটি। বিয়ের লগ্ন যখন প্রস্তুত তখন কন্যার লগ্নভ্রষ্ট হওয়ার লৌকিকতাকে অগ্রাহ্য করে শম্ভুনাথ সেনের নির্বিকার অথচ সুউচ্চার্য কণ্ঠে প্রত্যাখ্যান নতুন এক সময়ের বার্তাকেই নির্দিষ্ট করে। কর্মীর ভূমিকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জাগরণের মধ্য দিয়ে গল্পের শেষাংশে কল্যাণীর শুচিশুভ্র আত্মপ্রকাশও ভাবীকালের নতুন নারীর আগমনী ধ্বনি ঝংকৃত। পরিসমাপনে বলতে পারি "অপরিচিতা" চরিত্রটি ভেঙ্গেপড়া এক ব্যক্তিত্বহীন যুবকের সাবীকারোক্তির বয়ান।, তার পাপস্খালনের অকপট কথামৃত। অনুপসের আত্মবিবৃত সূত্র ধরেই গল্পের নারী কল্যাণী অসাধারণ ও অসামান্য চরিত্র হয়ে উঠেছে। গল্পে পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতার স্ফুরণ যেমন ঘটেছে, তেমনি পুরুষের ভাষ্যে একজন ব্যক্তিত্বময়ী নারী চরিত্রের উদ্ভাসনও ঘটেছে নারীর প্রশস্তি ও কীর্তির বর্ণনায়।

=======

"ঐকতান" কবিতার সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করি :

সুদীর্ঘ জীবন পরিক্রমণ এর শেষ প্রান্তে পৌঁছে স্থিতপ্রজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ পেছন ফিরে তাকান দেখতে পান সমগ্র জীবনের সৃষ্টিসাধনার সফলতা ও ব্যর্থতার হিসেব। ঐকতান কবিতা যেন সে হিসেবের প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ঐকতান কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অকপটে নিজের সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতার কথা ব্যক্ত করেছেন। জীবন -মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কবি অনুভব করেন নিজের অকিঞ্চিৎকরতা ও ব্যর্থকার স্বরূপ। ববি বেশ বুঝতে পেরেছেন , এই পৃথিবীর অনেক কিছুই তাঁর অজানা ও অদেখা রয়ে গেছে। । বিশ্বের বিষাল আয়োজনে তাঁর মন জুড়ে ছিল কেবল ছোট একটি কোণ।

জ্ঞানের দীনতার কারণে নানা দেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতা , বিভিন্ন গ্রন্থের চিত্রময় বর্ণত্র বাণী কবি ভিক্ষালব্ধ ধনের মতো সযত্নে আহরণ করে নিজের কাব্য ভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন। এতকিছুর পরও তিনি বিপুলা পৃথিবীর সর্বত্র প্রবেশাধিকার পাননি।

কবি কী সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বললেন :

চাষি ক্ষেতে খামারে হাল চাষ করে , তাঁতি তাঁত বোনে, জেলেরা জাল ফেলে -- এসব শ্রমজীবী মানুষের উপর ভর করেই জীবন সংসার সম্মুখপানে এগিয়ে চলে। কিন্তু কবি অবলোকন করেন এসব হতদরিদ্র অপাঙক্তেয় মানুণের কাছ থেকে কবি   অনেক দূরে সমাজের উচ্চমঞ্চে আসন পেতে বসে আছেন।

সেখানকার সংকীর্ণ জানালা দিয়ে যে জীবন ও জগৎকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তা ছিল খণ্ডিত জীবন তথা অপূর্ণ জীবন।

ক্ষুদ্র জীবনের সঙ্গে বৃহত্তর মানব-জীবনধারার নিবিড় এক ঐকতান সৃষ্টি না করতে পারলে শিল্পীর গানের পসরা তথা- কবির সৃষ্টিসম্ভার যে কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হয়ে ব্যর্থ হয়ে পড়বে নিঃসন্দেহে। এ সত্য উপলব্ধি কবিকে তাড়িত করে। কবির আত্মোপলব্ধির প্রকাষ ঘটে ঐকতান কবিতার চরণে চরণে।

কবি আরো বলেছেন: তাঁর কবিতা বিচিত্র পথে অগ্রসর হলেও জীবনের সকল স্তরে পৌঁছাতে পারেননি। ফলে , জীবন -সায়াহ্নের কালে কবি অনাগত ভবিষ্যতের সেই মৃত্তিকা সংলগ্ন মহৎ কবির আবির্ভাবকে স্বাগত জানান। যিনি শ্রমজীবী মানুষের অংশীদার হয়ে সত্য ও কর্মের মধ্যে সৃষ্টি করবেন এক সুমহান সুন্দর আত্মার বা আত্মীয়তার বন্ধন। " ঐকতান" কবিতায় যুগপৎ কবির নিজের এবং তাঁর সমকালীন বাংলা কবিতার বিষয়গত সীমাবদ্ধতার দিকটি যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন।

প্রতিটি কবিতরি ছন্দ জেনে রাখা উত্তম

ঐকতান কবিতার ছন্দ: কবিতাটি সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।

৮ + ৬   এবং ৮ + ১০ মাত্রার পর্বই অধিক । কখনো কখনো ৯ মাত্রার অসমপর্ব এবং ৩ ও ৪ মাত্রার অপূর্ণ পর্ব ব্যবহৃত হয়েছে।

"ঐকতান" কবিতার উৎস: কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের " জন্মদিনে" কাব্যগ্রন্থের ১০ সংখ্যক কবিতা । কবির মৃত্যুর মাত্র চার মাস আগে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখ "জন্মদিনে" কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশ লাভ করে।

১৩৪৭ ফাল্গুন সংখ্যায় "প্রবাসী" তে কবিতাটি "ঐকতান"-- প্রকাশিত হয়। "ঐকতান" অশীতিপর স্থিতপ্রজ্ঞ কবির আত্মসমালোচনা; কবি হিসেবে নিজের অসম্পূর্ণতার নিরেট স্বীকারোক্তি।

#লেখস্বত্ব_রুহু_রুহেল

#ছাব্বিশ_ভাদ্র_১৪২৭

#দশ_অক্টোবর_২০২০

প্রয়োজনে::   ০১৭১২ ৬১৮১৬৯